সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের খামখেয়ালিতে ২০৬ ছাত্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষা অনিশ্চিত

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনার কারণে কুড়িগ্রাম শহর ও এর লাগোয়া ৩টি বালিকা বিদ্যালয়ের ২০৬ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আসন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইতোপূর্বের কেন্দ্র কেটে এই ৩ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষা প্রায় ৮০ কিমি দূরবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামের এক কেন্দ্রে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে হতবাক হয়েছেন পরীক্ষার্থীরা, অভিভাবক, শিক্ষক এবং প্রশাসনের স্থানীয় কর্মকর্তারা। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিষয়টি মৌখিকভাবে অবগত হওয়ার পর লিখিতভাবে প্রস্তাব পাঠাতে বললেও এই ভুল সংশোধনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেননি। ফলে সবার মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। এবারই প্রথম দিনাজপুর বোর্ডের আওতায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষায় অংশ নেবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কুড়িগ্রাম শহরের কুড়িগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (স্কুল কোড-৬৭৫৯), বেগম নুরুন্নাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (স্কুল কোড-৬৭৭১) এবং শহরের পার্শ্ববর্তী কাঁঠালবাড়ী এম এল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের (স্কুল কোড-৬৭৬০) মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা শহরের কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে (কেন্দ্র কোড-পুরনো-৩৩০ এবং বর্তমান কোড-৬৫১) কেন্দ্রে পরীক্ষা দিত। কিন্তু গত ১৩ জানুয়ারি বোর্ড থেকে যে কেন্দ্র তালিকা এসেছে তাতে এই ৩টি বিদ্যালয়কে কুড়িগ্রাম শহর থেকে সড়ক পথে প্রায় ৮০ কিমি দূরবর্তী দুর্গম নাগেশ্বরী উপজেলার নাগেশ্বরী 'বি' মাদারগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (কেন্দ্র কোড-৬৫৯) কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বেগম নুরুন্নাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী ইমদাদুল হক জানান, বোর্ডের এ সিদ্ধান্ত কোনভাবেই সঠিক হয়নি। কুড়িগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১১৬ জন, বেগম নুরুন্নাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৬ জন এবং কাঁঠালবাড়ী এম এল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৪ জন মোট ২০৬ জন ছাত্রীর পক্ষে দূরবর্তী ওই কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দেয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় পাশপাশে এত ছাত্রীর থাকার মতো ব্যবস্থাও সেখানে নেই। নিরাপত্তারও ব্যবস্থা নেই।

সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সাঈদ কুতুব একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে জেলা প্রশাসককে জানিয়েছি। জেলা প্রশাসক মো. আসাদুজ্জামান জানান, শুধু এই ৩টি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নয় এমন ঘটনা জেলার ১৫টির মতো বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট ইউএনওদের তা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পাঠাতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে।

এ প্রসঙ্গে দিনাজপুর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর পিয়ার উদ্দিন আহমেদ সংবাদকে জানান, ভুলবশত এমনটি ঘটে থাকতে পারে। এতদসংক্রান্ত প্রস্তাব পেলে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। তবে তিনি সংশোধন করা হবেই এমন নিশ্চয়তা দিতে পারেননি।